জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের

ইতিহাস

- ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন শুরু হয়। এর প্রথম মিশন ছিল ১৯৪৮ সালে মধ্যপ্রাচ্যে ১৯৪৮ আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধের সময় যুদ্ধবিরতি পালন ও বজায় রাখা।
- তারপর থেকে, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বব্যাপী প্রায় ৭০টির বেশি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে
- বর্তমানে ১৩টি মিশন অব্যাহত রয়েছে।
- ১৯৮৮ সালে সংস্থাটি শান্তিতে নোবেল লাভ করে।

জাতিসংঘের চার্টারে "শান্তিরক্ষা" শব্দটি পাওয়া যায় না।

সাধারণত অধ্যায় ৬ এবং অধ্যায় ৭-এ অনুমোদন আছে বলে মনে করা হয়।

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতাগণ ধারণা করেছিলেন যে, এই সংগঠন জাতিসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ প্রতিরোধে কাজ করব।

তবে, স্নায়ুযুদ্ধের কারণে বিশ্ব রাজনীতি দুই ভাগ হয়ে প্রতিকূল অবস্থায় পরিণত হয়। যার কারণে বিশ্ব শান্তিরক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG) এ কাজ করে।

বাংলাদেশ এ পর্যন্ত জাতিসংঘের ৫৪টি শান্তি মিশনে এবং ৪০টি দেশের শান্তি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে।

এ পর্যন্ত মোট ১,২৬,৪৮৯ জন সৈন্য জাতিসংঘের শান্তি মিশনে অংশগ্রহণ করে।

বিভিন্ন মিশনে বাংলাদেশের ১১৮ জন সৈন্য মৃত্যুবরণ করেন এবং আহত হন প্রায় ১১৩ জন।

বর্তমানে জাতিসংঘের ৮টি শান্তি মিশনে বাংলাদেশের ৬ হাজার ৮৩৬ জন শান্তিরক্ষী নিয়োজিত আছে এবং বাংলাদেশ ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে আবারও শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সেনা সংখ্যায় শীর্ষ স্থান দখল করেছে।

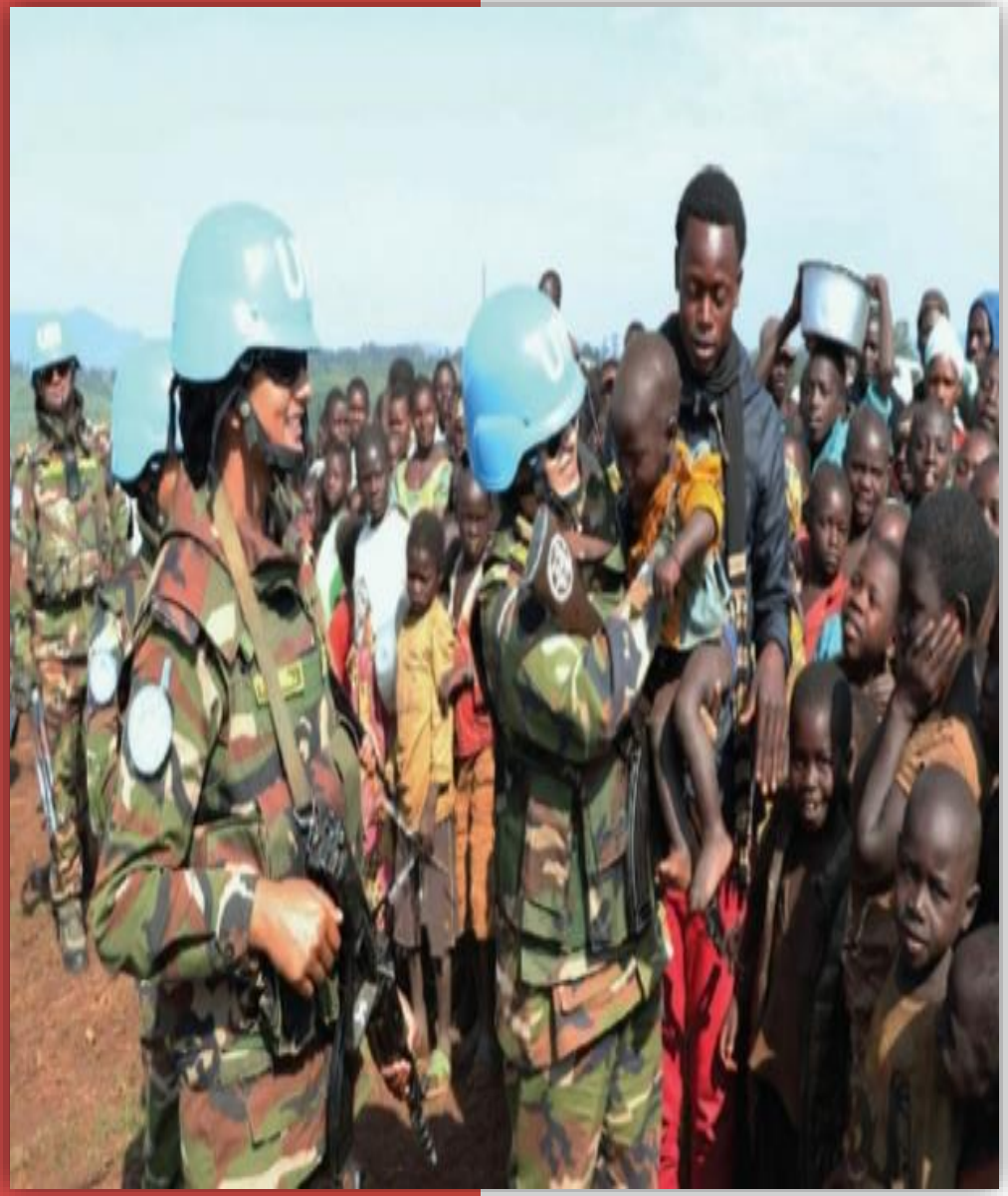

সর্বপ্রথম ৫ জন মহিলা পুলিশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের UNIAET (পূর্ব তিমুরে) অংশগ্রহণ করে ২০০০ সালে। এ মিশনের নেতৃত্ব দেন - এস.পি, মিলি বিশ্বাস।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের

কার্যক্রম

মার্চ ১৯৭১ জাতিসংঘ বাংলাদেশে মানবিক তৎপরতা শুরু করে। গঠিত হয় UNROD নামে জাতিসংঘ ত্রাণতৎপরতা যা পরে UNROB বা বাংলাদেশে জাতিসংঘের বিশেষ ত্রাণ দপ্তর নামে পরিচিত হয়।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) ১৯৭৪ সনে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যন্ত WFP ৪০০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের খাদ্য সাহায্য প্রদান করেছে।

১৯৪৭ সাল থেকেই কাজ করে যাচ্ছে জাতিসংঘে জনসংখ্যা তহবিল UNFPA। ২০০৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জন্মনিয়ন্ত্রণকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা নিশ্চিত করতে UNFPA বহুমাত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবেশ, নারী উন্নয়নে এবং শিশুদের জন্য নিয়ত কাজ করছে UNICEF।

জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কার্যক্রম শুরু করে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসনে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে UNHCR।

সুন্দরবনকে UNESCO-এর World Heritage List -এর আওতায় নেয়া হয়েছে ডিসেম্বর-১৯৯৭। তখন থেকে সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য কাজ করছে ইউনেস্কো।

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত আছে জাতিসংঘের ১১টি সংস্থা। এগুলো হলো - WORLD BANK, IMF, UNHCR, ILO, FAO, WHO, UNICEF, UNFPA, WEP, UNDP, UNESCO

ধন্যবাদ